নবম দার্‌স

الدرس التاسع

সুন্নত নামাযঃ

السنن الرواتب

বাড়িতে অবস্থান করা কালীন বার রাকআত সুন্নাত নামাযের যত্ন নেওয়া প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর জন্য মুস্তাহাব। আর তা হলো, যোহরের পূর্বে চার রাকআত ও পরে দু'রাকআত। মাগরিবের পরে দু'রাকআত। ঈশার পরে দু'রাকআত এবং ফজরের পূর্বে দু'রাকআত। উম্মে হাবীবা (রাযীআল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ-ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, "যে মুসলিম বান্দা একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে ফরয নামায- গুলো ছাড়া বার রাকআত সুন্নাত নামায আদায় করে, তার জন্যে মহান আল্লাহ জান্নাতে একটি ঘর তৈরী করবেন। অথবা বলেছেন, তার জন্যে জান্নাতে একটি ঘর তৈরী করা হবে।" (মুসলিম ৭২৮) আর এই সুন্নাত নামাযগুলো এবং যাবতীয় নফল নামাযগুলো মুসলিমের স্বীয় বাড়িতে আদায় করাই হলো উত্তম। কারণ, জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ-رضي الله عنه-থকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, "যখন তোমাদের কেউ মসজিদে নামায আদায় করে, তখন সে যেন তার নামাযের কিয়দংশ স্বীয় বাড়ির জন্য ছেড়ে রাখে, কারণ, অবশ্যই আল্লাহ তার বাড়ির নামাযের জন্য কল্যাণ নির্দিষ্ট করে রেখেছেন।" (মুসলিম ৭৭৮) অনুরূপ বুখারী ও মুসলিম শরীফে যায়েদ ইবনে সাবেত-رضي الله عنه-থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, "ফরয নামায ব্যতীত মানুষের উত্তম নামায হলো তার বাড়ির নামায।" (বুখারী ৬১১৩-মুসলিম ৭৮১)

বিতর নামায

বিতর নামায আদায় করা মুসলিমের জন্য সুন্নাত। তবে এটা অতীব গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত। এই নামাযের সময় হলো, ঈশার পর থেকে ফজর উদয় হওয়া পর্যন্ত। আর এর উত্তম সময় হলো, শেষ রাত্রি যে শেষ রাতে উঠতে পারার উপর পুরো আশাবাদী। এটা এমন এক সুন্নাত যা রাসূলুল্লাহ-ﷺ- কখনোও ত্যাগ করেন নি, বরং সফরে ও বাড়িতে থাকা অবস্থায় সদা-সর্বদা এর যত্ন নিয়েছেন। বিতরের সর্ব নিম্ন সংখ্যা হলো, এক রাকআত। কোন কোন রাতে তিনি-ﷺ-এগার রাকআত পড়তেন। যেমন আয়েশা (রাযীআল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "রাসূলুল্লাহ-ﷺ-রাতে এগার রাকআত নামায পড়তেন। তার মধ্য থেকে এক রাকআতকে বিতর বানাতেন।" (মুসলিম ৭৩৬) আর রাতের নামাযগুলো দু'রাকআত দু'রাকআত করে পড়াই নিয়ম। কারণ, ইবনে উমার-رضي الله عنه-থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ-ﷺ-কে রাতের নামায সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে, তিনি বললেন, "রাতের নামায দু'রাকআত দু'রাকআত করে পড়বে। যখন কেউ প্রভাত হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা করবে, তখন সে এক রাকআত পড়ে পূর্বে পড়া সব নামাযকে বিতর বানিয়ে দেবে।" (মুসলিম ৭৪৯)

কখনো কখনো বিতর নামাযে রুকু'র পর দুআয়ে কুনুত পড়া মুস্তাহাব। কেননা, হাসান ইবনে আলী (রাযীআল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-তাঁকে কিছু বাক্য শিখিয়ে দিয়েছিলেন যা তিনি বিতরের দুআয় বলতেন। তবে অব্যাহতভাবে পড়া ঠিক নয়। কারণ, যাঁরা রাসূল ﷺ-এর নামাযের বিবরণ দিয়েছেন, তাঁরা কেউ তাঁর কুনুতের কথা উল্লেখ করেন নি। আর যার রাতের নামায ছুটে যাবে, সেই নামাযগুলো দিনে জোড় সংখ্যায় আদায় করা তার জন্য মুস্তাহাব। অর্থাৎ, দু'রাকআত, চার রাকআত, ছয় রাকআত, দশ রাকআত অথবা বার বারকআত পড়বে। কারণ, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এইরূপ করেছেন।